DEC 05 2001

যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বদরুদ্দীন উমর

ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে কেন?

নবগঠিত জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের শেষদিনে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া তার বক্তৃতার এক পর্যায়ে বলেন, প্রয়োজন হলে তিনি ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করবেন! তার এই বক্তব্যের সময় জাতীয় সংসদের সদস্যরা হর্ষধ্বনি করে তার এই সম্ভাব্য 'মহৎ' কর্মের প্রতি সমর্থন জানান!!

২ ডিসেম্বরের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে খালেদা জিয়া বলেন যে, তাদের দলের ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ আসায় তিনি জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করেছেন। (Daily Star ৩.১২.২০০১), তার এই বক্তব্য ও কাজ থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, তাদের ছাত্র সংগঠন একটি সন্ত্রাসী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। বিএনপির নির্বাচন বিজয়ের পর থেকে এই ছাত্র সংগঠনটি ব্যাপকভাবে দেশময় সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াও খুব ব্যাপক হয়েছে এবং সে প্রতিক্রিয়া ইতিমধ্যেই এত প্রবল আকার ধারণ করেছে, যাতে করে তাদের বাধ্য হয়ে নিজেদের ছাত্র সংগঠনটির কার্যক্রম স্থগিত রাখতে হয়েছে।

এভাবে ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত যে শুধু বিএনপিই এখন করেছে তাই নয়। আওয়ামী লীগও ক্ষমতায় থাকার সময় ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে এ ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছিল। ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে এই রকম 'শাস্তিমূলক' পদক্ষেপ যে কোন কাজে আসে না, সেটা আওয়ামী লীগের সময় যেমন প্রমাণিত হয়েছিল, তেমনি এখনও সেটা প্রমাণিত হচ্ছে বিএনপি সরকারের আমলে। ছাত্রদলের কার্যক্রম স্থগিত করা সত্ত্বেও তাদের সন্ত্রাস পুরোদমেই চলছে এবং তার থেকেও বড় কথা সন্ত্রাসের যে নোতুন আবহাওয়া এই ছাত্র সংগঠনের দ্বারা ১ অক্টোবর সন্ধ্যারাত থেকেই সৃষ্টি হয়েছে, সে আবহাওয়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং তার বাইরেও বিরাজ করছে।

ছাত্র সন্ত্রাস বাংলাদেশে সম্প্রতি যে রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার শুরু হয়েছিল এরশাদ সরকারের আমলে জামায়াতে ইসলামীর অঙ্গ সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরের দ্বারা। দেশময় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে তারা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে অন্য দলের রাজনৈতিক কর্মীদের ওপর বেশ কয়েক বছর ধরে আক্রমণ চালায় ও তাদের নানাভাবে নির্যাতন করে। এরশাদের প্রতিপালিত ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র নেতারাও এই একই কাজ করে। সে সময় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির ছাত্র সংগঠনের মধ্যেও কিছু কিছু মস্তান ও সন্ত্রাসী থাকলেও ইসলামী ছাত্রশিবিরের মতো এত সংগঠিত সন্ত্রাসী তৎপরতা তাদের ছিল না।

১৯৯০ সালে এরশাদের পতনের পর সংসদীয় রাজনৈতিক দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ একের পর এক ক্ষমতায় আসার সময় থেকে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনগুলোর তৎপরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায় এবং এই সংগঠনগুলো পরিণত হয় সন্ত্রাসীদের আখড়া ও আশ্রয়স্থলে। এই ছাত্র সংগঠনগুলো শুধু যে সন্ত্রাসী ছাত্রদেরই আখড়া ছিল, তা নয়। এগুলো অসংখ্য অছাত্র যুবক মাস্তান ও সন্ত্রাসীদেরও আখড়া ছিল এবং ছিল তাদের আশ্রয়স্থল। এ কারণে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো ছাত্র মাস্তান ছাড়াও অছাত্র মাস্তানদের দখলে ছিল। এই ধরনের দখলদারী এবং ছাত্র সংগঠনের মাস্তানদের সন্ত্রাসী শক্তির সমাবেশ যে বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সম্মতি ছাড়া, সহযোগিতা ছাড়া এবং দৃষ্টির অগোচরে হয়েছে এটা মনে করার বিন্দুমাত্র কারণ নেই। উপরন্তু এ কথা মনে করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি এবং বাস্তব তথ্য আছে যে, তারাই ছাত্র সংগঠনগুলোকে মাস্তান, মাফিয়া ও সন্ত্রাসী সংগঠনে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য সব রকম সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছেন এবং তাদেরকে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের কাজে ব্যবহার করে এসেছেন।

আওয়ামী লীগ, বিএনপির ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সন্ত্রাস খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবেই তাদের মূল রাজনৈতিক দলের লোকদের চুরি, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ককে অস্বীকার করে, ছাত্র সন্ত্রাসের শর্তগুলো বহাল রেখে, কিছুদিনের জন্য ছাত্রদল অথবা ছাত্রলীগের কার্যক্রম বন্ধ রাখার দ্বারা পরিস্থিতির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়।

এটাই বাস্তবসম্মত। কারণ, কোন দলের ছাত্র সংগঠনসহ যে কোন ফ্রন্ট সংগঠনের চরিত্র কী হবে সেটা সর্বতোভাবে নির্ভর করে সেই দলের নিজের চরিত্রের ওপর। বিশেষ ঐতিহাসিক পর্যায়ে ছাত্রদের রাজনৈতিক ভূমিকা কিছুটা স্বাধীন থাকা সম্ভব হলেও, যেমন ছিল ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়, সে ক্ষেত্রে সে ভূমিকাও থাকে এক বিশেষ রাজনৈতিক চিন্তাগত কাঠামোর মধ্যে। ১৯৫২ সালে যে ছাত্ররা ভাষা আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা পালন করে তাদের অধিকাংশই ছিল তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এবং পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের সঙ্গে সম্পর্কিত। তারাই ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে গঠন করেছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন। ছাত্রদের সে সময়কার ভূমিকা যে যথেষ্ট গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও গৌরবোজ্জ্বল ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

কাজেই ছাত্র রাজনীতি অথবা ছাত্র সংগঠনের মধ্যে এমনিতে দোষের কিছু নেই। এটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে কোন রাজনৈতিক দলের কাঠামোর মধ্যে এসব ছাত্র সংগঠন কাজ করে। আজকের দিনে ছাত্র সংগঠনগুলোর দিকে তাকালেও এটা খুব স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। যেসব ছাত্র মাস্তান ও ছাত্র সংগঠন সারাদেশে ব্যাপকভাবে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে জনগণ দ্বারা ধিকৃত হচ্ছে এবং সামাজিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত ও বিপর্যস্ত করছে, তারা কী ধরনের রাজনীতির ও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত?

দেখা যাবে যে, কোন বাম রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রফ্রন্ট ইত্যাদির সদস্যরা কোন মাস্তানি ও সন্ত্রাসী কাণ্ডকারখানা কোথাও করছে না। এর কারণ এই বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পরের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকলেও চুরি, দুর্নীতি, পকেটমারী, লুটপাট এরা করছে না এবং সে কারণে কোন সন্ত্রাসী তৎপরতাও এদের নেই। সন্ত্রাস কেউ নিষ্প্রয়োজনে করে না। সন্ত্রাসের জন্য সন্ত্রাস বলে কিছু নেই। দুর্নীতি, লুণ্ঠন ইত্যাদির জন্যই প্রয়োজন হয় সন্ত্রাসের।

বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগুলোতে সন্ত্রাসী তৎপরতা না থাকা এবং আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ইত্যাদি দলের অধীনস্থ ছাত্র সংগঠনগুলো উত্তরোত্তরভাবে মাফিয়া সংগঠনে পরিণত হওয়ার কারণ আওয়ামী লীগ, বিএনপি ইত্যাদি দলের রাজনৈতিক চরিত্র এবং তাদের দ্বারা দেশের সম্পদ দুর্নীতি, পকেটমারী, লুণ্ঠন ইত্যাদির মাধ্যমে দখল হতে থাকা।

কাজেই ছাত্র রাজনীতি কোন স্বাধীন ব্যাপার নয়। ছাত্রদের দ্বারা সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য শুধু ছাত্ররাই দায়ী নয়। ছাত্র হিসাবে ছাত্রদের এমন কোন চরিত্র নেই যার ফলে কোন কোন ছাত্র সংগঠন মাফিয়া চরিত্রসম্পন্ন হবে এবং তারা যে মূল রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন, সে দলগুলো হবে সাধুসন্তদের দল।

এ কারণে আওয়ামী লীগ, বিএনপির ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতা ও নেতৃস্থানীয় কর্মীদের সন্ত্রাস খুব তাৎপর্যপূর্ণভাবেই তাদের মূল রাজনৈতিক দলের লোকদের চুরি, দুর্নীতি, লুণ্ঠন ও সন্ত্রাসের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সম্পর্ককে অস্বীকার করে, ছাত্র সন্ত্রাসের শর্তগুলো বহাল রেখে, কিছুদিনের জন্য ছাত্রদল অথবা ছাত্রলীগের কার্যক্রম বন্ধ রাখার দ্বারা পরিস্থিতির মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। সে রকম কোন চেষ্টা করলে, যা এখন করা হচ্ছে তার দ্বারা কোন ফললাভই হতে পারে না।

কয়েকটি ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মাস্তানি বন্ধ করার প্রসঙ্গ তুলে এখন প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে, এর জন্য প্রয়োজনে ছাত্র রাজনীতি তারা বন্ধ করবেন। কেন তা করবেন? আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের সমগ্র ছাত্র সমাজ ও সকল ছাত্র সংগঠন সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত নয়। তারা সকলেই সন্ত্রাস করছে না। সেটা করছে শুধু কয়েকটি ছাত্র সংগঠন। কিন্তু এসব বিষয় সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শাসকশ্রেণীর ক্ষমতাসীন দলগুলো তাদের নিজেদের অপকর্মের বোঝা সব সময়ই অন্যদের ঘাড়ে চড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সাহাবুদ্দীন আহমদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের জন্য সব সময়ই উপদেশ বর্ষণ করে এসেছেন। এখন খালেদা জিয়া তাদের ছাত্র সংগঠনের মাস্তানদের সন্ত্রাসী তৎপরতা সামাল দিতে না পেরে বলছেন ছাত্র রাজনীতিই সামগ্রিকভাবে নিষিদ্ধ করার কথা।

বাংলাদেশের শাসকশ্রেণী একেবারে প্রথম থেকেই এ দেশের রাজনীতিকে ক্রিমিনালাইজ করার যে কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থেকেছে, তার পরিণতিতেই তাদের শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে এবং তার আওতায় তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোও পরিণত হয়েছে মাফিয়া ও সন্ত্রাসীদের সংগঠনে। শাসকশ্রেণীর মূল রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে এই সম্পর্ক ও যোগসূত্র আড়াল করে সারাদেশে ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধের উদ্দেশ্যে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলা ও সে রকম কোন চেষ্টা করা উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চড়ানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়।